STUDY MATERIAL FOR SEM-6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-16-4-2020

TOPIC- SANSKRIT KARAK (KARMAKARAK)

AKATHITA KARMA

PAPER- CC-14

অকথিত কর্ম (অকথিতঞ্চ)

কর্মের যে দুটি লক্ষণ পূর্বে কথিত হয়েছে, অর্থাৎ **''কতুরীপ্সিততমং কর্ম''**ও **''তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্''** তার দ্বারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মত্ব সিদ্ধ হয় না। যথা- **গোপঃ গাং দুগ্ধং দোগ্ধি**। এখানে দুগ্ধ ঈপ্সিততম বলে কর্ম। কিন্তু গাভী যেমন ঈপ্সিততম নয়, অনীপ্সিতও নয়। অতএব গো শব্দ কর্ম হতে পারে না। এইজন্য ভগবান্ পাণিনি কর্মের তৃতীয় লক্ষণ করেছেন-- **''অকথিতঞ্চ''(১।৪।৫১)**। সূত্রটিকে ভাঙলে আমরা পাব-অকথিতম্+চ। 'অকথিতম্' শব্দের অর্থ ন কথিতম্ বিবক্ষিতম্ বা। এর অর্থ অপাদানাদিরূপে অবিবক্ষিত। যদি অপাদানাদি কারকের অপাদানত্বাদি বিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত না হয়ে উপেক্ষিত হয় তবে সেই সেই স্থলে কর্মত্ব হবে। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন-- **''অপাদানাদিবিশেষৈরবিবক্ষিতং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।''** অপাদান প্রভৃতি কারকবিশেষের দ্বারা অবিবক্ষিত কারকও কর্মসংজ্ঞক হয়। অন্য কারকের প্রাপ্তি থাকলেও যদি তা উপেক্ষিত হয় তবে সেক্ষেত্রে কর্মকারক হয়। যেমন- গোপঃ **গাং** দুগ্ধং দোগ্ধি এই উদাহরণে গাভী অপাদান কারণ গাভী থেকে দুগ্ধ বিশ্লিষ্ট হয়। এই উদাহরণে 'দোগ্ধি' (দোহন করে) ক্রিয়ার কর্তা 'গোপঃ'। তার ঈপ্সিততম দুগ্ধ=কর্ম। দুগ্ধ আসছে গোরুর কাছ থেকে। সেই হিসাবে গোরুতে অপাদানত্বের প্রসক্তি ছিল। কিন্তু অপাদানত্ব বক্তার অভিপ্রেত না হওয়ায় কর্মত্ব হবে। ফলে 'গাম্' পদে দ্বিতীয়া হবে। ঈপ্সিততমও নয়, অনীপ্সিততমও নয়, অথচ কর্মত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে, এরকম ক্ষেত্রেই 'অকথিত কর্ম' হয়ে থাকে। কিন্তু অপাদানত্ব কথিত না হওয়ায় তা কর্ম হয়েছে। প্রকৃত কারক কথিত না হওয়ার জন্য একে 'অকথিত কর্ম' বলে। এই কর্মটি প্রধান কর্ম নয়, অপ্রধান বা গৌণ কর্ম।

তবে, এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, অন্য কারকের দ্বারা উপেক্ষিত হলে সর্বত্রই কর্মত্ব হবে কি ? এবিষয়ে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাগুলির অন্তর্গত ধাতুগুলির যোগেই অকথিত কর্মত্ব হবে। এবিষয়ে কারিকাটি হল---

''দুহ্যাচ্-পচ্-দন্ড্-রুধি-প্রচ্ছি-চি-ব্রূ-শাসু-জি-মন্থ্-মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্।।''

দুহাদীনাং দ্বাদশানাং , নীপ্রভৃতীনাং চতুর্ণাং কর্মণা যদ্ যুজ্যতে তদেব অকথিতং কর্ম ইতি পরিগণনং কর্তব্যমিত্যর্থঃ। দুহ্, যাচ্, পচ্, দন্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি ব্রূ শাস্, জি, মন্থ্ ও মুষ্ এই ১২ টি ও নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ এই ৪ টি ধাতুর ক্ষেত্রেই প্রধান কর্মের সহিত যা যুক্ত তাইই অকথিত কর্ম বলে গণ্য। উপরিউক্ত ধাতুগুলির দুটি করে কর্ম থাকে। একটি প্রধান কর্ম এবং আরেকটি অপ্রধান কর্ম বা গৌণ কর্ম। প্রকৃতপক্ষে এই গৌণ-কর্মকেই অকথিত কর্ম বলে। এই উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করা হল---

১। দুহ্ দাতুর যোগে- গোপঃ **গাং** দুগ্ধং দোগ্ধি-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
২। যাচ্ ধাতুর যোগে-শ্রীহরিঃ **বলিং** বসুধাং যাচতে-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৩। পচ্ দাতুর যোগে-পাচকঃ **তন্ডুলান্** ওদনং পচতি-করণ অথবা অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৪। দন্ড্ ধাতুর যোগে- রাজা **গর্গান্** শতং দন্ডয়তি- অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৫। রুধ্ ধাতুর যোগে-গোপঃ **ব্রজম্** অবরুণদ্ধি গাম্-অধিকরণের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৬। প্রচ্ছ্ ধাতুর যোগে-**মাণবকং** পন্থানং পৃচ্ছতি-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৭। চি ধাতুর যোগে-**বৃক্ষম্** অবচিনোতি ফলানি-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৮। ব্রূ ধাতুর যোগে-**মাণবকং** ধর্মং ব্রূতে-সম্প্রদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
৯। শাস্ ধাতুর যোগে-উপাধ্যায়ঃ **বালকং** পাঠং শাস্তি-সম্প্রদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১০। জি ধাতুর যোগে-যজ্ঞদত্তঃ শতং জয়তি **দেবদত্তম্**-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১১। মন্থ্ ধাতুর যোগে-দেবগণঃ **সুধাং** ক্ষীরনিধিং মথ্নাতি-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১২। মুষ্ ধাতুর যোগে-চৌরঃ **দেবদত্তম্** শতং মুষ্ণাতি-অপাদানের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১৩। নী ধাতুর যোগে- গোপঃ **গ্রামম্** অজাং নয়তি-অধিকরণের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১৪। হৃ ধাতুর যোগে--বালকঃ ছাগং **গ্রামং** হরতি-অধিকরণের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১৫। কৃষ্ ধাতুর যোগে- কর্ষকঃ **ভূমিং** শস্যং কর্ষতি- অপাদান অথবা অধিকরণের অবিবক্ষায় কর্মত্ব।
১৬। বহ্ ধাতুর যোগে--যজ্ঞদত্তঃ **গ্রামং** ভারং বহতি-অধিকরণের অবিবক্ষায় কর্মত্ব

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য শুধু দুহাদি ধাতুরই নয় তদর্থক যেকোনো ধাতুরই অকথিত কর্ম হবে। এবিষয়ে দীক্ষিত বলেছেন-- **''অর্থনিবন্ধেয়ং সংজ্ঞা''**। অর্থাৎ অকথিত কর্ম এই সংজ্ঞা বা নাম অর্থকে আশ্রয় করে হবে। উল্লিখিত ১৬টি ধাতুর সমর্থার্থক অন্য ধাতুর যোগেও অকথিত কর্মত্ব হবে। **উদাহরণ--'বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্'**। ''দুহ্যাচ্...'' ইত্যাদি তালিকায় যাচ্ ধাতু আছে। ভিক্ষ্ ধাতু নেই। তৎসত্ত্বেও ভিক্ষ্ধাতু এবং যাচ্ ধাতুর অথ্র একই হওয়ায় ভিক্ষ্ ধাতুর যোগেও অকথিত কর্মত্ব স্বীকৃত হল। দুহাদি ধাতুর ক্ষেত্রে অপ্রধান বা গৌণ কম্রে প্রথমা হয়। যথা- গোপেন **গৌঃ** দুগ্ধং দুহ্যতে। 'গৌঃ' গৌণ কর্ম। তাতে প্রথমা। 'দুগ্ধ' মুখ্য কর্ম। তাতে দ্বিতীয়া। অনুরূপ উদাহরণ--ভিক্ষুকেন **রাজা** ধনং যাচ্যতে। নী প্রভৃতি ধাতুর ক্ষেত্রে প্রধান বা মুখ্য কর্মে প্রথমা হয়। যথা- গোপেন **গৌঃ** গ্রামং নীয়তে।

***মুখ্য কর্ম ৪ টি নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ -মুখ্য কর্মে প্রথমা।

****গৌণ কর্ম-১২ টি-দুহ্, যাচ্, পচ্, দন্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি ব্রূ শাস্, জি, মন্থ্ ও মুষ্-গৌণ কর্মে দ্বিতীয়া।